রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৮, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ নভেম্বর, ২০২০/১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭

নং ২৮.০০.০০০০.০১৬.৩১.০০৭.২০০৯(অংশ-১)-৩০৮—গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ (সংশোধিত ২০২২) প্রজ্ঞাপনটি এ সাথে প্রকাশ করা হ'ল।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ (সংশোধিত ২০২২)

১.০ **পটভূমি:**

১.১ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি প্রধান চালিকাশক্তি। দেশের বাণিজ্যিক জ্বালানি চাহিদার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস হতে মিটানো হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০% প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর যার চাহিদা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের বিগত এক দশকের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য শিল্প, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালি, সিএনজি ইত্যাদি খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্য : টাকা ১২.০০

১.২ গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য একদিকে যেমন ২০১৮ সালের আগস্ট মাস হতে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে এবং এলএনজি'র আমদানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে উৎপাদনরত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহের (IOCs) আওতায় গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান। উল্লেখ্য যে, এলএনজি'র আমদানি ব্যয় দেশজ সরবরাহকৃত গ্যাসের তুলনায় বেশি এবং এলএনজি আমদানির জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। দেশে এখনও অনেক অনাবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন যতই বৃদ্ধি করা যাবে ততই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্যাসের দাম ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় রাখা দরকার।

১.৩ এ সকল কারণে ২০০৯ সালে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)'র ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখের আদেশে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠিত হয়। দেশীয় কোম্পানির অধিক হারে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন পরিচালনার জন্য "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" হতে ইতোমধ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪ দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান কূপ হতে সর্বোচ্চ পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন এবং সম্ভাবনাময় অনাবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র হতে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারের জন্য অনেক অর্থ বিনিয়োগ করা আবশ্যক। 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমাল, ২০১২' জারি হওয়ার পর জুন ২০২০ পর্যন্ত পেট্রোবাংলা গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার/উত্তোলনের জন্য মোট ৩৩ টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গৃহীত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৪টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র/কূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১৫০.৮৮ বিসিএফ এবং ১১টি উন্নয়ন কূপ খনন করা হয়েছে যাতে উত্তোলনযোগ্য প্রায় ৪০৭.৬১ বিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। উল্লিখিত গ্যাস ক্ষেত্র/কূপ হতে বর্তমানে জাতীয় গ্রীডে দৈনিক ৭০.২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে মোট ১৬টি কূপের ওয়ার্কওভার করা হয়েছে যার ফলে বর্তমানে দৈনিক অতিরিক্ত ২৮১.০০ মিলিয়ন ঘটফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থায়নের মাধ্যমে মোট ০৭টি প্রকল্প চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দিয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মধ্যেমে দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে এবং বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্র/কূপ হতে দীর্ঘমেয়াদে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

১.৫ ২০১২ সালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' এর মেয়াদ আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। দেশীয় গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধি, নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালার মেয়াদ বৃদ্ধিপূর্বক সংশোধিত নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নরূপ সংশোধিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :

(১) এ নীতিমালা 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ (সংশোধিত ২০২২)' নামে অভিহিত হবে।

২.০ সংজ্ঞা :

২.১ বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়

(ক) "আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ (IOCs)" অর্থ বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ;

(খ) "উন্নয়ন প্রকল্প" অর্থ পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহ কর্তৃক তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহ;

(গ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (BERC);

(ঘ) "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" অর্থ এই নীতিমালার অধীন গঠিত তহবিল;

(ঙ) "জাতীয় কোম্পানি" অর্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান বা উৎপাদন বা সঞ্চালন বা বিতরণের জন্য কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ;

(চ) "পেট্রোবাংলা" অর্থ Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXI of 1985) এবং পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১নং আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা;

(ছ) "গ্যাস" অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস (NG), প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (NGL), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG), কৃত্রিম প্রাকৃতিক গ্যাস (SNG), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG), কোল বেড মিথেন (CBM), ভূ-গর্ভস্থ কয়লা গ্যাসের রূপান্তর, অথবা স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় রূপান্তরে রূপান্তরিত হয় এমন প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ;

(জ) "গ্যাস ক্ষেত্র" অর্থ কোন নির্ধারিত ভূ-তাত্ত্বিক গঠন অথবা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রাকৃতিক গ্যাসাধার অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসধারাসমূহের সমষ্টি;

(ঝ) "ভোক্তা" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোনো জাতীয় কোম্পানির সাথে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনকারীর অংশীদার হিসেবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনোভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং

(ঞ) "এলএনজি (LNG) " অর্থ পরিবহন ও মজুদকরণের সুবিধার্থে Cryogenic পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের তরল অবস্থা।

৩.০ **তহবিল গঠন :**

৩.১ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত অর্থ সমন্বয়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হবে, যথা—

(ক) 'কমিশন' কর্তৃক সময়ে সময়ে গ্যাসের মূল্য কাঠামো অনুযায়ী গ্যাস উন্নয়ন খাতে নির্দিষ্টকৃত অংশ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে জমা, জমাকৃত সমুদয় অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ;

(খ) সরকার বা অন্য কোনো উৎস হতে সুনির্দিষ্টভাবে এ তহবিলে ন্যস্তকৃত কোন অর্থ; এবং

(গ) 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা ২০১২' এর আওতায় স্থিত অর্থ এবং অনুমোদিত প্রকল্পের কিস্তি হিসেবে প্রাপ্য অর্থ 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ (সংশোধিত ২০২২)' এর প্রারম্ভিক অর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩.২ তহবিল হতে বিনিয়োগকৃত অর্থে বাস্তবায়িত বা সমাপ্ত বা গৃহীতব্য প্রকল্প লাভজনক/ বাণিজ্যিকভাবে সফল বিবেচিত হলে সমুদয় অর্থ ৩ (তিন) বছর Grace Period-সহ (এই সময় সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে না) প্রকল্প শুরুর ১০ (দশ) বছরের মধ্যে ষান্মাসিক ভিত্তিতে মোট ১৪ কিস্তিতে (৪র্থ হতে ১০ম বছরের মধ্যে) ৪% হারে (চার শতাংশ) সার্ভিস চার্জসহ ফেরত প্রদান করতে হবে। তবে সরকার মুদ্রা বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনে সার্ভিস চার্জের হার পরিবর্তন/সংশোধন করতে পারবে :

শর্ত থাকে যে, কেবল গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া না গেলে অথবা গ্যাস উত্তোলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হলে সংশ্লিষ্ট অর্থ তহবিলে ফেরত প্রদান করতে হবে না। এক্ষেত্রে উল্লিখিত অর্থ অনুদান হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে :

আরও শর্ত থাকে যে, ঋণ পরিশোধ শুরু করার পর Force Majeure বা অন্য কোনো কারণে কোনো প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে বা অলাভজনক বিবেচিত হলে ঋণের পরবর্তী কিস্তিসমূহ পরিশোধের বিষয়েও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.৩ গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২-ডি/৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে অনুদান হিসেবে অর্থ বরাদ্দ করা যাবে। উক্তরূপ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীতে যে কোনো জেলা বা ব্লক বা ব্লকের অংশে অনুসন্ধান কূপ খননের ফলে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য তেল/গ্যাস পাওয়া গেলে পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কোম্পানিকে মোট ব্যয়ের আনুপাতিক হারে অর্থ (যা সাইসমিক সার্ভের উদ্দেশ্যে প্রকল্প ব্যয়ের অন্তত ৫০ শতাংশ হবে) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে অনুচ্ছেদ ৩.২ এ বর্ণিত পন্থায় ফেরত প্রদান করতে হবে।

৩.৪ তহবিল হতে প্রকল্পে ঋণ গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট ছকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও পেট্রোবাংলার মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের অর্থ প্রদানের সময়সীমা ১০ (দশ) বছর হবে।

৩.৫ তহবিলের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের ঋণের বরাদ্দ হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সরকারি আদেশ (জি.ও.) এর বিপরীতে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ের সময় পেট্রোবাংলা ব্যবস্থাপনা সেবা ব্যয় হিসেবে ছাড়কৃত অর্থের উপর ০.১০% (শূন্য দশমিক এক শূন্য শতাংশ) হারে কর্তন করে রাখবে, যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে ঋণ হিসেবে বিবেচ্য হবে এবং ঋণ গ্রহণের শর্ত অনুযায়ী কোম্পানি যথাসময়ে পরিশোধ করবে।

৩.৬ মিশ্রিত তহবিল (Matching Fund): গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে প্রকল্পে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রকল্পের মোট বিনিয়োগের কমপক্ষে শতকরা পাঁচভাগ (৫%) তহবিল সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিজস্ব উৎস হতে মিশ্রিত তহবিল (Matching Fund) হিসেবে অর্থায়ন করতে হবে।

৪.০ **তহবিল ব্যবস্থাপনা :**

৪.১ পেট্রোবাংলা "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" নামে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলবে এবং বিতরণ কোম্পানি আদায়কৃত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব খাতে স্থানান্তর করবে।

৪.২ তহবিল সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে :

(১)	সিনিয়র সচিব/সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	:	আহ্বায়ক
(২)	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	:	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	:	সদস্য
(৪)	পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য
(৫)	ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য
(৬)	পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য-সচিব

তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি (ToR) নিম্নরূপ :

(ক) তহবিল এর অর্থ স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(খ) তহবিলের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ;

(গ) তহবিলে বাস্তবায়িত প্রকল্প অর্থনৈতিক বিবেচনায় লাভজনক না হলে তা অনুদান হিসেবে প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঘ) তহবিল এর অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহের ঋণ প্রদান, পরিচালনা এবং তদারকির কৌশলগত পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঙ) তহবিল এর অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িতব্য অগ্রাধিকার প্রকল্প বাছাইকরণ;

(চ) তহবিলের অর্থ ব্যবহারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

(ছ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

৪.৩ পেট্রোবাংলা ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে তহবিলের হিসাব বিবরণী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে এবং অনুলিপি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও কমিশনে প্রদান করবে।

৫.০ **তহবিলের মেয়াদ :**

৫.১ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মেয়াদ হবে আগামী ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ হতে ১০ (দশ) বছর; তবে, মেয়াদান্তে তহবিল ও এর পরিচালনার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬.০ **তহবিল বিনিয়োগের পরিধি :**

৬.১ দেশীয় কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, উন্নয়ন ও সঞ্চালন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অনুসন্ধান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লাভজনক কথাটি প্রযোজ্য হবে না।

৬.২ তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

(অ) গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি (অনুসন্ধান কার্যক্রম) :

(ক) দেশের গ্যাস মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরিপ ও অনুসন্ধান কূপ খননসহ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন;

(খ) মজুদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় তেল ও গ্যাস আহরণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় এলাকার ভূকম্পন (2D ও 3D সাইসমিক) ও ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ;

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান কূপ খননের স্থান নির্ধারণ; এবং

(ঘ) সম্ভাবনাময় স্থানে অনুসন্ধান কূপ খনন ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা গ্রহণের ব্যয় নির্বাহ।

(আ) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি :

(ক) দেশীয় কোম্পানিসমূহে উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কূপ খনন;

(খ) বিদ্যমান কূপের সম্ভাব্য ওয়ার্কওভার, রি-কমপ্লিশন;

(গ) গ্যাস প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(ঘ) কূপ খনন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ রিগ ক্রয়/ভাড়া করা/রিগ পুনর্বাসন (Rig Refurbishment)/রিগ আপগ্রেডেশন;

(ঙ) কম্প্রেসর/প্রসেস প্লান্ট ক্রয় ও স্থাপন এবং গ্যাস গ্যাদারিং লাইন নির্মাণ;

(চ) গ্যাস কূপের নিয়মিত প্রেসার সার্ভে, প্রসেস প্লান্ট-এর Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE) ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(ই) অন্যান্য :

(ক) গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের মজুত পুনঃমূল্যায়ন;

(খ) নতুন কোনো গ্যাস ক্ষেত্র হতে গ্যাস উৎপাদন করলে এবং/অথবা বর্তমানে উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন উন্নয়ন কূপ হতে প্রাপ্ত গ্যাস নিকটবর্তী বিদ্যমান জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রীড/বিতরণ ব্যবস্থায় সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপলাইন নির্মাণ;

(গ) প্রক্রিয়াকৃত গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের উদ্দেশ্যে নিকটস্থ নেটওয়ার্ক পর্যন্ত পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় Gathering line, sales line, spur line, delivery line, inter connection line ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ;

(ঘ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে গৃহীত প্রকল্পের আওতাভুক্ত কূপ হতে উৎপাদিত গ্যাস Load Center-এ পৌঁছানোর লক্ষ্যে সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ;

(ঙ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রয়োজনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ/ পরামর্শক নিয়োগ;

(চ) গ্যাস উৎপাদন ও কোনো গ্যাস ক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিধানকল্পে গৃহীত জরুরি কার্যক্রম সম্পাদন :

তবে শর্ত থাকে যে, গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের জন্য গাড়ি ক্রয় করা যাবে না। প্রয়োজনে প্রকল্প সময়ের জন্য গাড়ি ভাড়া করা যাবে।

৭.০ **প্রকল্প বাছাই :**

৭.১ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সংগৃহীত অর্থে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বাছাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অধীনে নিম্নরূপ একটি প্রকল্প বাছাই কমিটি থাকবে :

(১)	পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	:	আহ্বায়ক
(২)	পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য
(৩)	পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য
(৪)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক	:	সদস্য
(৬)	ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য
(৭)	মহাব্যবস্থাপক (প্লানিং এন্ড মনিটরিং), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য-সচিব

৭.২ পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানি গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সংগৃহীত অর্থ প্রকল্পের বিপরীতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রকল্প বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। কমিটি প্রকল্প বাছাই করে সুপারিশসহ পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবে ;

৭.৩ গ্যাস সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ রেখে প্রকল্প বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্ধারিণ করবে ;

৭.৪ পেট্রোবাংলা প্রকল্প বাছাই কমিটির সুপারিশ এবং পেট্রোবাংলার সুপারিশসহ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই তালিকার একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৮.০ **প্রকল্প অনুমোদন :**

৮.১ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ হতে ১০-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের স্মারক ২০.৮০৪.০১৪.০০.০০.০১৪.২০১২(অংশ-১)/২০৪ নং পরিপত্রে বিবৃত এবং পরবর্তীকালে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত/সংশোধিত নিয়মাবলি অনুসরণে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র (Liquidity Certificate) সংগ্রহ করতে হবে।

৮.২ প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দের বিভাজন অনুমোদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে। অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলি প্রচলিত আর্থিক বিধি অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৯.০ **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :**

৯.১ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ পেট্রোবাংলা নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। পেট্রোবাংলা বাৎসরিক ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি কমিশনে ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।

১০.০ **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা :**

১০.১ বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বছর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করবেন।

১১.০ **হেফাজত :**

১১.১ 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' এর মেয়াদ অবসান হওয়া সত্ত্বেও এ নীতিমালার অধীনে গৃহীত চলমান প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে। তবে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নের মাধ্যমে গৃহীত চলমান প্রকল্পের বিষয়ে সরকার ভিন্নরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২.০ **নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা :**

১২.১ এ নীতিমালার কোন অস্পষ্টতা থাকলে এবং কোন অনুচ্ছেদ বা বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনমত সম্ভাব্য নির্দেশনা সময়ে সময়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জারি করতে পারবে।

মোঃ আনিছুর রহমান

সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd